

AKASHVANI KOLKATA

RNU: KOLKATA Bengali Text Bulletin

Date 16-10-2026

Time: 7.50 PM

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

- ১) শারদীয়া দুর্গোৎসবের আজ ষষ্ঠী। মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয়েছে বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের।
- ২) নিয়ম বিধির কারণে কিছু পুজোকে সেরার সম্মান দেওয়া হলেও সরকারের চোখে রাজ্যের সব পুজোই সমান বলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন।
- ৩) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পূজা পরিদর্শনে আগামীকাল রাতে কলকাতায় আসছেন।
- ৪) রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা নিয়ে তৃতীয় অন্তর্বর্তী রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট নির্ধারিত প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা নেতৃত্বাধীন কমিটি।
- ৫) সুপ্রিম কোর্ট, মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের আওতায় বিবাহবিচ্ছেদের জন্য সব ধরনের ‘তালাক’-এর ক্ষেত্রে অভিন্ন পদ্ধতি নিশ্চিত করার আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র সহ সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে জবাব তলব করেছে।

৬) সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জীর্ণ অবস্থায় থাকা আবাসনগুলি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের আজ ষষ্ঠী। মন্ডপে মন্ডপে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ অধিবাস, ও কল্লা রস্তের মধ্য দিয়ে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয়েছে বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব চার দিনের দুর্গোৎসবের।

ঢাক

এদিকে নবরাত্রির ষষ্ঠ দিনে দেবী আজ পূজিতা হচ্ছেন কাত্যয়নী রূপে। একটি প্রতিবেদন

ভয়েসকাস্ট

নিয়মবিধির কারণে কিছু পুজোকে সেরার সম্মান দেওয়া হলেও সরকারের চোখে রাজ্যের সব পুজোই সমান, বলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন। তিনি আজ কলকাতা পুরসভা ও কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় এবং রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মহানগরের পুজো মণ্ডপগুলির মধ্যে দেবী দুর্গা সম্মান ২০২৬ ফলাফল ঘোষণা করে বলেন, সেরার সেরা নির্বাচিত হওয়া সন্তোষ মিত্র স্কয়ার, বৃন্দাবন গার্ডেন দুর্গাপূজা সমিতি ও চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি প্রত্যেকেই এক লক্ষ টাকা করে পুরস্কার পাবেন।

বাইট পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

এদিকে রাজ্য সরকার নির্ধারিত ৫২ টি পূজোর মধ্যে সেরা প্রতিমা নির্বাচিত হয়েছে, মুদিয়ালি ক্লাব, টালা বারোয়ারি দুর্গোৎসব সমিতি, বেহালা অরুণাদেয় সমিতি ও আহিরীটোলা সর্বজনীন।

সেরা আলোকসজ্জার জন্য নির্বাচিত হয়েছে সন্তোষপুর এভিনিউ সাউথ, বকুলবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব এবং শিব মন্দির সর্বজনীন দুর্গোৎসব। সেরা পরিবেশবান্ধব পূজো হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, পার্ক স্ট্রিটের এলেন পার্ক সহ আরো দুটো পূজো।

এছাড়াও সেরা সমাজ সচেতনতা ও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে আটটি পূজো কমিটিকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে দেবী দুর্গা সম্মান ২০২৬ পুরস্কারের জন্যই হুগলী জেলায় চারটি বিভাগে সেরার সেরা হিসেবে ১২ টি পূজো কমিটি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে হুগলী জেলার ১৮ টি ব্লক ও ১২ টি পৌরসভা এলাকার ৭৬ টি পূজো কে বাছাই করা হয়েছিলো। ১২ টি সেরা পূজোর মধ্যে সেরা পূজো হিসেবে মনোনীত হয়েছে বাগানবাটি শ্রীশ্রী দুর্গাপূজো কমিটি, - চন্দননগর মহকুমা, ধান্যঘোঁরী মা দুর্গা সেবা সংঘ,-খানাকুল, আরামবাগ মহকুমা ও বেগুনতলা জাগরণী সংঘ, সদর মহকুমা।

পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর এবং রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সবুজ দুর্গাপূজো উৎকর্ষ সম্মান এ রাজ্যের ১২৮ টি পৌরসভা ও বিভিন্ন পুর

নিগমের আওতাধীন ৩ হাজার ৩৮৯ টি পূজো কমিটি নাম নথিভুক্ত করেছে। দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আজ সমাজ মাধ্যমে এক পোস্টে একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, সংখ্যার নিরিখে আসানসোল পুর নিগম থেকে সবচেয়ে বেশি ৩৬২ টি পূজো কমিটি নাম নথিভুক্ত করেছে। এর পরে রয়েছে হাওড়া পুর নিগম। সেখানে ২০৫ টি পূজো কমিটি এই প্রতিযোগিতায় নাম নথিভুক্ত করেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পূজা পরিদর্শনে আগামীকাল রাতে কলকাতায় আসছেন। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, তিনি আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে রওনা হয়ে রাত্রি আটটা দশ নাগাদ কলকাতায় এসে পৌঁছবেন। বিমানবন্দর থেকে আলিপুরে সৌজন্য বিশ্রাম গৃহে রাত্রি বাসের পর রবিবার সকালে শ্রী শাহ যাবেন বেলুড় মঠে। সেখানে দুর্গা প্রতিমা দর্শন করে পূজা দেবেন।

এরপর হাওড়ার দেশবন্ধু ক্লাব ২৪পল্লী পূজা মন্ডপ,শোভাবাজার রাজবাড়ী এবং সবশেষে লেকটাউনে শ্রীভূমি দুর্গাপূজা মন্ডপ পরিদর্শন করবেন তিনি। রবিবার বিকেলেই শ্রী শাহ দিল্লী ফিরে যাবেন।

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁও যশোর রোডে দুর্গাপূজায় সিপিআইএমের বইয়ের স্টলের অনুমতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও মহম্মদ সাব্বার রশিদির পূজা অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চ আজ জানান, অনুমতি ছাড়া কোনো স্টল তৈরি করা যায়না। বনগাঁও সিপিআইএমের পার্টি অফিসের সামনে হিন্দু জাগরন মঞ্চের স্টলটিরও যদি অনুমতি না থাকে তাহলে সেটিও ভেঙে ফেলতে হবে।

উল্লেখ্য, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য গতকালই নির্দেশ দেন , বইয়ের স্টলের জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার ও থানার আইসিকে অনুমতি দিতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তারও। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চেওর দ্বারস্থ হয় রাজ্য।

এদিকে, এবারের শারদোৎসবে শাসক দলের তরফে কোনোরকম বাধার সৃষ্টি হলেও তা প্রতিহত করে ৬ টি বাম দল জতাদের বইয়ের স্টল করবে এবং বই বিক্রি করবে বলে জানিয়েছে।

জনসেবা থেকে দেশ সেবা এই মন্ত্রকে সামনে রেখে ২৫ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মানুষের সেবায় নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই ধারাবাহিকতায় শুরু হয়েছে বিশেষ সিরিজ সেবা সংকল্প অভিযান।

আজকের বিষয়- ‘অটল উদ্ভাবনী মিশন -২০১৬’ । একটি প্রতিবেদন-

(ক্যাপসুল- অভিজিৎ)

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা নিয়ে তৃতীয় অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ করেছে সুপ্রিমকোর্ট নির্ধারিত প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা নেতৃত্বাধীন চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্য সরকার ৮ অক্টোবর পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘভাতা বাবদ মোট ৮ হাজার ১০৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের দিয়েছে। কিন্তু বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এখনো বকেয়া মহার্ঘভাতা বাবদ প্রাপ্য টাকা পাননি। সে বিষয়ে কমিটিকে তারা লিখিতভাবে জানিয়েছে। এ বিষয়ে

রাজ্যকে ১১ ই নভেম্বরের মধ্যে জবাবি হলফনামা দিয়ে বক্তব্য পেশ করারও নির্দেশ দিয়েছে কমিটি। ২৭ অক্টোবর সুপ্রিমকোর্টে মহারঘভাতা সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি। উল্লেখ্য, আগামী ১৪ই ডিসেম্বর কলকাতায় কমিটির পরবর্তী বৈঠক বসবে। সেখানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা বলবেন কমিটির সদস্যরা।

সুপ্রিম কোর্ট, মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের আওতায় বিবাহবিচ্ছেদের জন্য সব ধরনের ‘তালাক’-এর ক্ষেত্রে অভিন্ন পদ্ধতি নিশ্চিত করার আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র সহ সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে জবাব তলব করেছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট আবেদনটিকে তালাক-ই-হাসানের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা অপর একটি বিচারাধীন মামলার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

নতুন আবেদনে তালাক-ই-হাসান এবং একতরফাভাবে আদালতের বাইরে বিবাহবিচ্ছেদের অন্যান্য পদ্ধতি নিষিদ্ধ করার আর্জি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, বৈধতা, সমস্যা মিটমাট করে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন এবং মহিলাদের মৌলিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে কার্যকর নির্দেশিকা প্রণয়নেরও আবেদন জানানো হয়েছে।

সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জীর্ণ অবস্থায় থাকা আবাসনগুলি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির আবাসন সংস্কারে ৭৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার বেশি অনুমোদন করেছে

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের আবাসন মেরামত ও সংস্কার করা হবে। কোথাও পুরনো কোয়ার্টারের সংস্কার, কোথাও বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন, আবার কোথাও নতুন কোয়ার্টার নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে। নির্দেশ জারির ছ-মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
